63

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অধ্যাপক শাহজাহানকে একুশে পদক নিতে দেয়া হলো না

মিডিয়া সিন্ডিকেট : রাষ্ট্রীয় একুশে পদক নিয়ে গতকাল এক নজিরবিহীন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ একুশে পদক বিতরণ অনুষ্ঠান থেকে পদক না নিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে '৯৬ সালের পদকপ্রাপ্তদের একজন প্রকৌশল

১৯-এর পাতায় দেখুন

অধ্যাপক শাহজাহান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহানকে।

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকগণকে জাতীয় পর্যায়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭৬ সালে "একুশে পদক" নামে একটি রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করে। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছরে মোট ১৮৬ জনকে এই পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩২ জনকে মরণোত্তর পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

একটি বিচারকমন্ডলী নিরপেক্ষ মতামত জরিপের মাধ্যমে প্রতিবছর সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে একুশে পদকের জন্য মনোনীত করে থাকে। পদকপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নগদ বিশ হাজার টাকা, একটি স্বর্ণপদক ও একটি সম্মানপত্র দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত হিসেবে সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয় গত বছর একুশে ফেব্রুয়ারী। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান। ১৯৯৬ সালের একুশে পদকে ভূষিত বাকী ছয় জন হচ্ছেন সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই, সাহিত্যিক রাহাত খান, সংগীত শিল্পী ফিরোজ শাঁই (মরণোত্তর), শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং ফটো সাংবদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।

বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে অধ্যাপক শাহজাহান মিডিয়া সিন্ডিকেটকে বললেন, একুশে পদক থেকে তাকে বঞ্চিত করে সরকার শুধু তাকেই অপমান করেনি, একুশের চেতনা ও একুশের মহান শহীদদের অবমাননা করেছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বললেন, এ অপমান আমাদের গোটা শিক্ষক সমাজের। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক প্রদানের পর এভাবে তার নাম কেটে দিয়ে পদক থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে বর্তমান সরকার প্রধানের হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

অতি সম্প্রতি একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক পদকপ্রাপ্ত একজন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের অপমান করে নিজেই নিজেকে হেয় করেছেন।